APR. 02 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে পড়াশুনা

সরকারী মেডিক্যাল কলেজে যারা সুযোগ পাবে না, তাদের জন্য দেশে একটাই সুযোগ–বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ। আপনার যদি লক্ষ্য ঠিক থাকে এবং আর্থিক সচ্ছলতা থাকে যথেষ্ট, তাহলে ভর্তি হতে পারেন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে। শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে এসএসসি ও এইচএসসি মিলে ন্যূনতম ১৩০০ নম্বর। কোন তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অবশ্যই জীববিজ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির যোগ্যতা সরকারী মেডিক্যাল কলেজের সম্পূর্ণ অনুরূপ। অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে শুধু কাড়ি কাড়ি টাকার। ভর্তির সময় এককালীন মোটা অংকের টাকা দিতে হবে। বিভিন্ন কলেজে তা বিভিন্ন রকম। তবে মোটামুটি দেড় থেকে তিন লাখ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া মাসিক ফি দুই থেকে তিন হাজার টাকার মতো।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তথা সরকার অনুমোদিত কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজের নাম-ঠিকানা এখানে দেয়া হলো।

◗ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ, ২৪ নং ধানমন্ডি, ঢাকা। ◗ উত্তরা মহিলা মেডিক্যাল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা। ◗ জেড এইচ শিকদার মহিলা মেডিক্যাল কলেজ, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা। ◗ জহিরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ, ভাগলপুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ। ◗ ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, ৫৩/১, জনসন রোড, ঢাকা। ◗ ইন্সটিটিউট অব অ্যাপ্লাইড হেলথ এন্ড সায়েন্স, চট্টগ্রাম। ◗ কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ। ◗ নর্থ সাউথ মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট। ◗ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী মেডিক্যাল কলেজ।

সতর্কতা ঃ প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজগুলো সম্পর্কে আপনাকে যথেষ্ট খোঁজ-খবর নিয়ে তবেই ভর্তি হতে হবে। অনেক প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। তাছাড়া সব হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, আধুনিক যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরী, শিক্ষা উপকরণ, লাইব্রেরী ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। সেজন্য প্রতারণার হাত থেকে রেহাই পেতে দেখে শুনে, যাচাই করে ভর্তি হতে হবে।

❑ ইকবাল মাহমুদ ফাহিম